(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ১)

রবি আজিয়াটা লি:এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মেয়র

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নগরীকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর করা হবে

চট্টগ্রাম ১৫জুন'২১খ্রিঃ

স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী কোম্পানী রবি আজিয়াটা লিমিটেড। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে চসিক ও রবি'র মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। নগরীর টাইগার পাসস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর উপস্থিতিতে চসিক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং রবির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম শহরকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের বিকল্প নেই। নগরবাসীর কল্যাণে চুক্তির আওতায় নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নগরীতে ১০০ টি ল্যাম্প পোস্টে সক্রিয় নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিক নিরাপত্তার জন্য ডিজিটাল নজরদারীর ব্যবস্থা, স্মার্ট স্ট্রিট লাইট, শব্দ দূষণ কমিয়ে আনা, স্মার্ট পার্কিং সুবিধা, শিক্ষার্থীদের জন্য রবি শাটল সেবা এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি রবির ন্যায় অন্যান্য টেলিকম কোম্পানীগুলোকেও একইভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মেয়র আরও বলেন, উল্লেখিত সুবিধার পাশাপাশি অটোমেশনের মাধ্যমে নাগরিকরা যাতে ঘরে বসেই কর দিতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, রবি আজিয়াটা লিমিটেডের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, চিফ এন্টাপ্রাইজ বিজনেস অফিসার মো. আদিল হোসেন নোবেল, কর্পোরেট বিজনেস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ফাহমিদুল হাসান এবং চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজ বিজনেসের জেনারেল ম্যানেজার আরিফ আহমেদ চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিটি মেয়রের সাথে সেভ দ্য চিল্ড্রেন ইউএস সিডিসি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত

চট্টগ্রাম ১৫জুন'২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে সেভ দ্য চিল্ড্রেন ও ইউএস সিডিসি প্রতিনিধি দল আজ মঙ্গলবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী ভবনে মেয়র দপ্তরে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে প্রতিনিধি দল নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সম্পর্কে মেয়রকে অবহিত করেন। এ সময় মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ও করোনা মহামারী কালে চসিক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে একমাত্র চসিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, চসিকের পাশাপাশি মেয়র বর্তমান জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা দক্ষতা বৃদ্ধি, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, এনজিও সংস্থাগুলো জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসলে চসিক তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যারা সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা হবে বলে জানান।

এ সময় চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, ইউএস সিডিসি'র কন্সালটেন্ট লে. কর্ণেল (অব.) ডা. সৈয়দ হাসান আব্দুল্লাহ, সেভ দ্য চিল্ড্রেন'র সিনিয়র এডভাইজার ডা. গোলাম মোদাব্বির, সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার ডা. উজ্জল কুমার রায়, ম্যানেজার ডা. ওবায়দুর রহমান, পাবলিক হেলথ এপিডেমিউলজিস্ট ডা. বুশরা তাবাস্সুম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ৩)

চসিকের হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি'বাবদ সাড়ে ১১ লাখ টাকা আদায়

চট্টগ্রাম-১৫ জুন'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার রাজস্ব সার্কেল-৪ ও ৬ এর আওতাধীন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদয়ের লক্ষ্যে রাজস্ব সার্কেল-৪ এর আওতাধীন পাথরঘাটা এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স বাবদ ১ লাখ ০৪ হাজার ৫শত ৮০ টাকা, রাজস্ব সার্কেল-৬ এর আওতাধীন সরাইপাড়া এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৮ লাখ ৪৫ হাজার ৯শত ৬০ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৩৫ হাজার ৮ শত ৬০ টাকাসহ সর্বমোট হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১০ লাখ ১৫ হাজার ২৫ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লাখ ৪০ হাজার ৪ শত ৪০ টাকা আদায় করা হয়। উভয় অভিযানে ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা দায়ে ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়কল্পে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক ভাবে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

সংবাদদাতা
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩